



26862 - রোযার বধিান আরোপরে মধ্যযে নহিতি প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

রোযার বধিান আরোপরে মধ্যযে কী প্রজ্ঞা নহিতি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

প্রথমতে আমাদরে জানতে হব যে আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর একটি নাম হলো ‘আল-হাকীম’ তথা প্রজ্ঞাময়। ‘হাকীম’ শব্দটা ‘হুকম’ (বধিান দান) এবং ‘হকিমাহ’ (প্রজ্ঞা) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র বধিানদাতা। তার বধিানসমূহে রয়েছে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা, পূর্ণতা ও নপিনতা।

দুই:

আল্লাহ তায়ালা যে বধিানই আরোপ করনে না কনে এর পছেনে রয়েছে সুমহান প্রভূত প্রজ্ঞা। হতে পারে আমরা সে প্রজ্ঞাগুলো জানতে পারব কিংবা আমাদরে ববিকে-বুদ্ধি সগেলের দশিা পাবে না। আবার হতে পারে আমরা কিছু বিষয় জানতে পারব, আর এর অনেকেগুলো আমাদরে অজানা থেকে যাবে।

তনি:

আল্লাহ তাআলা আমাদরে উপর রোযার বধিান আরোপ করা ও রোযা ফরয করার প্রজ্ঞা তাঁর নমিনোক্ত বাণীতে উল্লেখ করছেন: “হে ঈমানদারেরো! তোমাদরে উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যমেনভাবে তোমাদরে পূর্ববর্তীদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছিল; যনে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩]

রোযা তাকওয়া অর্জনের অন্যতম উপায়। তাকওয়া হলো: আল্লাহর আদর্শট বসিয়গুলো পালন করা এবং নষিদিধ বসিয়গুলো ত্যাগ করা।

দ্বীনরে নরিদশোবলী পালনে বান্দার জন্য সহায়ক উপায়গুলোর অন্যতম হচ্ছে রোযা।



আলমেগণ রোযা বধিান আরোপরে মধ্য নহিতি বশে কিছু প্রজ্ঞাওর কথা উল্লেখ করছেন। এর সবগুলোই তাকওয়ার বশেষিট্য। তবে সেগুলো উল্লেখ করতে কোন বাধা নাই; যাতে করে রোযাদার সেগুলোর ব্যাপারে সচতেন হয় এবং বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়।

রোযার বধিানে নহিতি প্রজ্ঞাওগুচ্ছের মধ্য রয়েছে:

১- রোযা নয়োমতরে শুরুরিয়া করার অন্যতম উপায়। যহেতে রোযা মান হলো: পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে নিজেকে বরিত রাখা। এগুলো হলো সর্বধিকি মহান নিয়ামত। একটা নরিদ্ষিট সময় পর্যন্ত এ নয়োমতগুলো থেকে বরিত থাকলে এগুলোর মর্যাদা বুঝা যায়। কারণ নয়োমতগুলো অগোচরে থাকে। কিন্তু যখন হারিয়ে যায়, তখনই এর মর্যম বুঝা যায়। এভাবে রোযা মানুষকে শুরুরিয়ার মাধ্যমে নয়োমতগুলোর হক আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

২- রোযা হারাম কর্মগুলো ত্যাগ করার অন্যতম একটি মাধ্যম। কারণ ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া ও তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয়ে হালাল থেকে বরিত থাকতে পারে; তাহলে হারাম থেকে বরিত থাকা আরও অধিক যুক্তযুক্ত। তাই রোযা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে বাঁচতে থাকার মাধ্যম।

৩- রোযার মধ্য যতীন কামনার দমন বদ্যমান। কারণ মানুষ যখন পানাহার করে পরিতৃপ্ত হয়, তখন যতীন-কামনা করতে থাকে। কিন্তু সে যদি ক্ষুধার্ত থাকে, তখন যতীন-কামনা থেকে বরিত থাকে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কনেনা বয়ি চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নাই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তার যতীন-চাহিদাকে দমন করে।”

৪- রোযা নঃস্ব ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করাকে অনবির্য করে তোলে। রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন তার মনে পড়ে এমন ব্যক্তির কথা যে সবসময় এমন অবস্থায় থাকে। ফলে তার হৃদয় নঃস্ব ব্যক্তির প্রতি দ্রুত গলে যায়, তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়, তার সাথে সে সদাচরণ করে। তাই রোযা নঃস্বদের প্রতি অনুগ্রহের কারণ।

৫- রোযা শয়তানকে পরাভূত ও দুর্বল করে দেয়। যার ফলে মানুষকে দেওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণার মাত্রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষের পাপ কমে যায়। যহেতে “শয়তান আদম সন্তানের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে।” যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। রোযা রাখলে শয়তানের চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার প্রভাব কমে যায়।

শাইখুল ইসলাম তার ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’তে (২৫/২৪৬) বলেন:

“নশিচয় খাদ্য-পানীয় থেকে রক্ত তৈরি হয়। মানুষ যখন খায় বা পান করে তখন শয়তানের চলার পথ (রক্ত) প্রশস্ত হয়। আর রোযা রাখলে শয়তানের চলার পথ সংকীর্ণ হয়। তখন মানুষের অন্তর ভালো কাজ করতে আর খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে



আগ্রহী হয়ে ওঠে।”[কঐচ্ছিক পরিমার্জিত]

৬- রোযাদার নিজেকে আল্লাহর নজরদারতিতে অভ্যস্ত করে তোলে। তার মন যা কামনা করে সেটো করার সক্ষমতা থাকার পরও সে তা করে না। কারণ সে জানে আল্লাহ তাকে দেখেছেন।

৭- রোযার মাধ্যমে দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনার প্রতিবিম্বিতা সৃষ্টি হয়; আর আল্লাহর কাছে (পরকালে) যা আছে সেটোর প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।

৮- রোযা মুমনিদেরকে বেশি বেশি নিকে কাজে অভ্যস্ত করে তোলে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোযাদারের নেকেকাজ বৃদ্ধি পায়। এভাবে সে নেকেকাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো রোযার বধিান আরোপে নহিতি কিছু প্রজ্ঞা। আমরা আল্লাহর কাছে করি, তিনি যেন আমাদেরকে এগুলো বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন এবং যথাযথভাবে তার ইবাদত পালনে সাহায্য করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দখুন: তাফসিরে সা'দী (পৃষ্ঠা-১১৬), ইবনে কাসমি লিখিত 'আর-রওয়ুল মুরব্বি' গ্রন্থেরে হাশিয়া (৩/৩৪৪) এবং 'আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৯/২৮)।